দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ 10 JUL 2008

গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন

গত বছরের তুলনায় এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে ১৩.৪৪%। ২০০১ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭৬ জন, যা ২০০৮-এ উন্নীত হয়েছে ৪১৯১৭ জনে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, ২০০১ সাল থেকে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার পর শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং গ্রেডিং পদ্ধতিতে সংস্কারমূলক পরিবর্তন আনায় পাসের হার যেমন বেড়েছে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা। বাংলাদেশে ৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে বছরওয়ারি জিপিএ-৫ পাওয়ার মোট সংখ্যা দেখানো হলো—

সাল	জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা
২০০১	৭৬
২০০২	৩২৭
২০০৩	১৩৮৮
২০০৪	৮০৯৭
২০০৫	১৫৬৩১
২০০৬	২৪৩৮৪
২০০৭	২৫৭৩২
২০০৮	৪১৯১৭

২০০১-২০০৩ সাল পর্যন্ত জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা পরবর্তী বছরগুলোর তুলনায় অনেক কম। কারণ হিসাবে বলা যায়, ২০০৩ সাল পর্যন্ত জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য ৮টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে A+ অর্থাৎ ৮০-১০০-এর মধ্যে নম্বর পেতে হতো। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে অর্থাৎ যে বছর থেকে চতুর্থ বিষয়কে মূল্যায়নে আনা হয়েছে সে বছর থেকে একজন পরীক্ষার্থী ৩টি বিষয়ে A পেয়েও অর্থাৎ ৭০-৭৯ নম্বর পেয়েও জিপিএ-৫ পেয়ে যাচ্ছে। রেজাল্ট বের হওয়ার পর ৮টি বিষয়ে ৮০-১০০-এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ৫-৭টি বিষয়ে ৮০-১০০ নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থী একই কাতারে উঠে আসছে। যেহেতু এ বছর কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না, শুধুমাত্র এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই ভর্তি করা হবে সেহেতু ফলাফল প্রকাশের সময়ই জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সকল বিষয়ে A+ প্রাপ্ত এবং সকল বিষয়ে A+ প্রাপ্ত নয় এমন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন দেখিয়ে ফলাফল প্রকাশ করা প্রয়োজন। এ বিভাজনটি ফলাফল প্রকাশের সময়ই করা যেতে পারে। যেমন যে সব পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে A+ এবং ৩টি বিষয়ে A পেয়ে চতুর্থ বিষয়ের সুবাদে জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের রোল নম্বরের পাশে অতীতের মতো যে যে বিষয়ে A+ পেয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে লেটারের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে অথবা বন্ধনীর ভেতরে সংখ্যা লিখেও প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন রোল ২৬০০৬৭ (বাং,গ,প,র,ইং) বা ২৬০০৬৭(৫)। কেউ যদি ৬টি, ৭টি বা ৮টি বিষয়ে A+ পেয়ে জিপিএ-৫ পেয়ে থাকে তাদের রোল নম্বরের পাশেও অনুরূপভাবে লেটার অথবা সংখ্যা লিখে ফলাফল প্রকাশ করা যায়। এভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলে বিদ্যালয়, পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আত্মীয়স্বজন ফল প্রকাশের দিনই সঠিক ফলাফল জানতে পারবে। এভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সকল বিষয়ে A+ পাওয়ার প্রতিযোগিতা চলবে।

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা গ্রেড A+ এর নম্বরের ব্যবধান ২০ হওয়ার কারণে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধান, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকগণ A+ এর নম্বরের ব্যবধান ২০ হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই গ্রেডের মধ্যেই অবস্থান করে সেহেতু ২০ নম্বরের ব্যবধান রেখে মেধা যাচাই করা কঠিন। যতোদিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ধাপটি (৮০-১০০) ভেঙে দুটি করা না হবে ততদিন পর্যন্ত জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং মেধারও সঠিক মূল্যায়ন হবে না। ফলে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভালো কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০২-২০০৩ সালে পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদেরকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং তাদেরকে ভালো ভালো কলেজগুলোতে সরাসরি ভর্তির সুযোগও দেয়া হয়েছে। অথচ ২০০৪-২০০৭ সালে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভালো কলেজগুলোতে ভর্তি হতে হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সাল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। কাজেই গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার আবারও প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতির সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যাপ্তির বিভাজন অতীব প্রয়োজন। যেহেতু মেধার অবস্থান এই শ্রেণীতেই কাজেই ২০ নম্বরের ব্যবধান রেখে সঠিক মেধা যাচাই সম্ভব নয়। অতএব সঠিক মেধা যাচাই করার জন্য বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতির নিচের পুনর্বিন্যাসটি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

শ্রেণী ব্যাপ্তি	গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৯০-১০০	A+	৫
৮০-৮৯	A	৪
৭০-৭৯	B+	৩.৫
৬০-৬৯	B	৩
৪৫-৫৯	C	২
৩৩-৪৪	D	১
০-৩২	F	০

মো. মুজিবুর রহমান,
প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ,
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫।